Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 1/20/2026 3:25 PM Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৬ মাঘ ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার ২০ জানুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৩২ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

মাইক্রো সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 1/20/2026 3:25 PM Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৬ মাঘ ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার ২০ জানুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৩২ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

এবার ২০০ শতাংশ শুল্ক চাপাব', কটাক্ষের শিকার হতেই ফ্রান্সের উপর রেগে আগুন ট্রাম্প

'মানুষ মরছে রাস্তায়, জলে, দুর্নীতি, বিভাজনেখ., নয়ডার ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যুতে তোপ রাহুল গান্ধীর

শাহের পর মোদি সাক্ষাতে দিলীপ, ছাব্বিশের আগে 'দাবাং নেতা'কে চাঙ্গা করতে মন্ত্র প্রধানমন্ত্রীর?

বিজেপির জাতীয় সভাপতি নীতীনের ভূয়সী প্রশংসা মোদির

নয়া জামানা ডেক্স ঃ মঙ্গলবার বিজেপির নতুন জাতীয় সভাপতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জাতীয় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া সবচেয়ে কমবয়সি নেতা নীতীন নবীনকে 'মিলেনিয়াল' বলেন তিনি। মঙ্গলবার বিজেপির নতুন জাতীয় সভাপতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জাতীয় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া সবচেয়ে কম বয়সী নেতা নীতীন নবীনকে 'মিলেনিয়াল' বলেন তিনি। তাঁর প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, তদলের উত্তরাধিকারকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন নীতীন নবীন। দলের কথা বলতে গেলে, নীতীন নবীনই বস, আর আমি একজন দলের কর্মী।দ বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশ্যে এই কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন। মোদি বলেন, আজকের তরুণদের ভাষায় বলতে গেলে, নীতীনজি নিজেই এক অর্থে মিলেনিয়াল। তিনি সেই প্রজন্মের মানুষ যারা ভারতে বড় ধরনের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত রূপান্তর প্রত্যক্ষ করেছে। তিনি সেই প্রজন্মের মানুষ যারা শৈশবে রেডিও থেকে তথ্য পেতেন আর এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করেন।দ মোদি আরও বলেন, তনীতীনজি তারুণ্যের শক্তি এবং সাংগঠনিক কাজে তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে। এটি আমাদের দলের প্রতিটি কর্মীর জন্য খুবই উপকারী হবে।দ নীতীন নবীনের বাবা, নবীন কিশোর প্রসাদ সিনহা, বাঁকিপুরের পাঁচবারের অপরাজিত বিধায়ক ছিলেন। ১৯৮০ সালে জন্মানো নীতীন বিজেপি-র সবথেকে কম বয়সের সর্ভারতীয় সভাপতি।

ইরানকে কড়া বার্তা ইজরায়েলের

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ইরানের হুমকির পাল্টা দিল ইজরায়েল। হামলা চালালে তারাও যে পিছপা হবে না তা জানিয়ে দিয়েছে ইজরায়েল। বলা হয়েছে এমন জবাব দেওয়া হবে যা ইরান আগে দেখে নি ।ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, রবিবারই কোনও দেশের নাম না করে তেহরানের 'শত্রুদের' সাবধান করে দিয়েছিল ইরান। বলা হয়েছিল, ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়োতোল্লা আলি খ ামেনেইয়ের উপরে যে কোনও ধরনের আক্রমণ মানে তা ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। তারই পাল্টা দিলেন নেতানিয়াহু। গত ২৮ ডিসেম্বর থেকে ইরানে খামেনেই,বিরোধী গণবিক্ষোভ শুরু হয়েছে।

সেই বিক্ষোভ এখন কিছুটা কমলেও তা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। এই গণবিক্ষোভে আমেরিকা এবং ইজরায়েলের মদত রয়েছে বলে শুরু থেকে অভিযোগ তুলে আসছে ইরান। তা নিয়ে দু'দেশকেই সাম্প্রতিক সময়ে হুঁশিয়ারিও দিয়েছে ইরান। সোমবার নেতানিয়াহু জানান, ইরানের পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে ইজরায়েল। সঙ্গে জুড়ে দেন, ' যদি ইরান ভুল করেও আমাদের উপর হামলা করে, তবে আমরা এমন শক্তি দিয়ে তাদের জবাব দেব যা তারা আগে কখনও দেখেনি।'এদিকে, রবিবার ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন, তাদের দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশার নেপথ্যে রয়েছে আমেরিকা ও তার বন্ধু দেশগুলির শত্রুতা ও একাধিক নিষেধাজ্ঞা। তাঁর বক্তব্য ছিল,

'দেশের সর্বোচ্চ নেতার প্রতি যে কোনও অবমাননা আসলে সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের সমান।তবে এটাও ঘটনা, ইরানের এই গণবিক্ষোভে প্রকাশ্যে সমর্থন জুগিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিক্ষোভকারীদের জন্য সাহায্য পাঠানোরও বার্তা দেন তিনি।ইরানের শাসক বদলের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও সম্প্রতি মন্তব্য করে বসেছেন ট্রাম্প।

এই সবের মধ্যেই ইরানের আশঙ্কা, হামলা হতে পারে তাদের উপরে। আবার এটাও ঘটনা, গত বছর ইরান,ইজরায়েল সংঘর্ষের সময় নেতানিয়াহুদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ট্রাম্প। মার্কিনিরা বোমা ফেলেছিল ইরানের পরমাণুকেন্দ্রগুলিতেও। ট্রাম্পের আরও দাবি ছিল, আমেরিকার ধারাবাহিক চাপের ফলেই ইরানে কয়েকশো বিক্ষোভকারীর মৃত্যুদণ্ড রদ করেছে খামেনেই প্রশাসন। এর মধ্যেই ইরানের সরকারের দাবি, দেশে শান্তি ফিরছে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলছে। ইন্টারনেট ব্যবস্থাও স্বাভাবিকের পথে।

'সার' শুনানিতে হেনস্তা প্রতিবাদে উত্তাল বাংলা

জেলায় জেলায় পথ অবরোধ

নয়া জামানা,হলদিয়া ঃ রাজ্যে এসআইআর বা ভোটার তালিকা যাচাইয়ের শুনানিকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সকাল থেকেই রণক্ষেত্রের চেহারা নিল বাংলার বিভিন্ন জেলা। নথিতে সামান্য অসংগতির অজুহাতে গণহারে শুনানিতে ডাকার প্রতিবাদে পথ অবরোধ ও টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান সাধারণ ভোটাররা। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম ও পূর্ব মেদিনীপুরে বিক্ষোভের তীব্রতা ছিল সবচেয়ে বেশি। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, সব নথি থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধ থেকে অসুস্থ সকলকেই শুনানির নামে চূড়ান্ত হয়রানি করা হচ্ছে। এমনকি, বেছে বেছে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষকে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।বিক্ষোভের আঁচ সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাট ও পোলবা এলাকায়। সেখানে রাস্তার ওপর টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভকারীরা দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ করে রাখেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তাঁদের ঘিরেও চলে বিক্ষোভ। একই ছবি ধরা পড়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ায়। সেখানকার দেভোগ গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বুথেই প্রায় ৬৫০ জন ভোটারকে শুনানির নোটিশ পাঠানো হয়েছে, যাদের মধ্যে সিংহভাগই সংখ্যালঘু। স্থানীয়দের দাবি, ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলিম ভোটারদের হেনস্তা করা হচ্ছে। তাঁদের হুঁশিয়ারি, কমিশন অবিলম্বে পদক্ষেপ না করলে আন্দোলন আরও বৃহত্তর রূপ নেবে।গত অক্টোবর মাসে জাতীয় নির্বাচন কমিশন রাজ্যে এসআইআর ঘোষণা করার পর থেকেই বিতর্ক শুরু হয়। খসড়া তালিকা প্রকাশের পর বর্তমানে শুনানি পর্ব চলছে। তৃণমূল কংগ্রেস এই প্রক্রিয়া নিয়ে বারবার সরব হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি লিখে এই 'হেনস্তা' বন্ধের দাবি জানিয়েছেন। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, নথিতে সামান্য ভুল থাকলেও কাউকে ছাড় দেওয়া হচ্ছে না। কমিশনের এই কড়া অবস্থান এবং গণহারে নোটিশ পাঠানোর জেরেই মঙ্গলবার সকাল থেকে রাজ্যজুড়ে জনরোষ আছড়ে পড়ল রাজপথে।

ফের উত্তপ্ত ভাঙড়

তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ

অভিযোগের তির আইএসএফের দিকে

নয়া জামানা, ভাঙড় ফের রাজনৈতিক হিংসায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল ভাঙড়ের পাগলাহাট এলাকা। সোমবার রাতে এক তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে পর পর বোমা ছোঁড়ার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেও বোমার আঘাতে ওই কর্মীর বাম হাত গুরুতর জখম হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়।সোমবার রাতে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন স্থানীয় তৃণমূল কর্মী কামাল পুরকেইত। অভিযোগ, বাড়ির কাছে পাগলাহাট এলাকায় পৌঁছালে তাঁকে লক্ষ্য করে অতর্কিতে দুটি বোমা

ছোঁড়া হয়। বোমার আঘাতে কামালের বাম হাতের বেশ কিছুটা অংশ ঝলসে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। তৃণমূলের দাবি, এলাকায় অশান্তি ছড়াতে আইএসএফ আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই হামলা চালিয়েছে।অন্যদিকে, যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছে আইএসএফ নেতৃত্ব। তাদের পাল্টা দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে আইএসএফের কোনো যোগসূত্র নেই; বরং তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ বিবাদের জেরেই এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। ঘটনার খবর পেয়েই এলাকায় পৌঁছায় ভাঙড় ডিভিশনের উত্তর কাশীপুর থানার পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় পুলিশি টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। কারা এই হামলার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দোষীদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। গত কয়েকদিন ধরেই দফায় দফায় উত্তপ্ত ভাঙড়, আর সোমবার রাতের এই ঘটনা সেই উত্তেজনাকে আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 1/20/2026 3:25 PM Page 3

ষাঁড়ের গুঁতোয় রক্তাক্ত চারিদিক

নয়া জামানা ডেক্স ঃ তামিলনাড়ুর ভেলোর জেলায় পোঙ্গল উৎসবের আমেজ মুহূর্তে বদলে গেল বিষাদে। রবিবার গ্রামে সেখানকার এক বিশেষ প্রথা অনুযায়ী ষাঁড়ের দৌড় প্রতিযোগিতা ছিল। সেখানে পিষে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। একইসঙ্গে আহত হয়েছেন পুলিশ ইন্সপেক্টরসহ আরও অন্তত ২৭ জন। জানা গিয়েছে, ঘটনার দিন ভেলোরের গোবিন্দ রেড্ডিপালয়ম গ্রামে স্থানীয় 'এরুথুভিট্টল ভিজা' অর্থাৎ ষাঁড়ের দৌড় দেখতে কয়েক হাজার মানুষের ভিড় জমেছিল। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত বৃদ্ধের নাম তিলকর (৬৫)। তিনি পাশের জেলার বাসিন্দা হলেও মেয়ের বাড়িতে পোঙ্গল উৎসব পালন করতে এসেছিলেন। ফিনিশিং পয়েন্টে দাঁড়িয়ে খেলা দেখার সময় একটি বেপরোয়া ষাঁড় সজোরে তাঁকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তিনি।জানা গিয়েছে, প্রতিযোগিতায় ১০০-র বেশি ষাঁড় অংশ নিয়েছিল। ভিড়ের চাপে এবং ষাঁড়ের গুঁতোয় আহত হন কমপক্ষে ২৭ জন। তাঁদের মধ্যে ডিউটিতে থাকা সথুভাচরি থানার এক পুলিশ ইন্সপেক্টরও রয়েছেন। উৎসব প্রাঙ্গণেই অস্থায়ী চিকিৎসা শিবিরে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। অন্যদিকে নিহতের দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে আরিয়ুর থানার পুলিশ।উল্লেখ্য, পুদুকোট্টাই জেলার ভাদামালাপুরমেও বিপুল উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়েছে ঐতিহ্যবাহী জাল্লিকাট্টু। কয়েকশো বছরের পুরনো এই খেলায় ষাঁড়ের কুঁজ ধরে সেটিকে কাবু করার চেষ্টা করেন যুবকরা। মূলত ষাঁড়ের শিংয়ে বেঁধে রাখা মুদ্রার থলি সংগ্রহ করাই এই খেলার আসল লক্ষ্য। তামিল সংস্কৃতিতে এই উৎসবের গুরুত্ব অপরিসীম। ভালো মানের লড়াকু ষাঁড়ের দামও বাজারে চড়া থাকে।

অন্যদিকে, চেন্নাইয়ের কাছে এক পরিযায়ী শ্রমিককে নৃশংসভাবে মারধর করা হল। অভিযোগে চার কিশোরকে গ্রেপ্তার করল তামিলনাড়ু পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে ট্রেনের ভিতরে। সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। জানা গিয়েছে, চেন্নাই থেকে তিরুত্তানিগামী একটি লোকাল ট্রেনের ভেতরে ওই চার জন মিলে এক ব্যক্তিকে ক্রমাগত হেনস্থা ও মারধর করছে। শুধু তাই নয়, হামলার পর রক্তাক্ত দেহের পাশে দাঁড়িয়ে এক অভিযুক্তকে 'বিজয় চিহ্ন' দেখাতেও দেখা গিয়েছে। এমনকী সেই মারধরের ভিডিওর সঙ্গে তামিল গান জুড়ে দিয়ে তারা ইনস্টাগ্রামে 'রিল' বানিয়ে পোস্ট করে। এই ঘটনা ঘিরে হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছে। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত ব্যক্তি মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা। বর্তমানে তিনি তিরুভল্লুর সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযুক্ত চারজনেরই বয়স ১৭ বছর। পুলিশ তাদের আটক করলে আদালত তিনজনকে সংশোধনাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেয়।

তবে পড়াশোনার কথা বিবেচনা করে একজনকে জামিন দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যে রাজনৈতিক শোরগোল শুরু হয়েছে। শিবগঙ্গার সাংসদ কার্তি চিদম্বরম পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি অবিলম্বে রাজ্যজুড়ে তল্লাশি অভিযান শুরু করার দাবি জানিয়েছেন। অন্যদিকে, বিরোধী দল এআইএডিএমকে-র অভিযোগ, শাসক দল ডিএমকে রাজ্যে মাদকের রমরমা রুখতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের দাবি, এই অপরাধীদের কিশোর নয়, বরং প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে বিচার করা উচিত। পাল্টা জবাবে ডিএমকে নেতা টিকেএস ইলানগোভান জানিয়েছেন, এটি একটি 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা'। তাঁর দাবি, পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ করেছে, রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকরা সম্পূর্ণ নিরাপদেই আছেন। বর্তমানে পুরো ঘটনার তদন্ত জারি রয়েছে।

কন্ডোমের দাম বাড়িয়ে বিপদে চীন!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ চীনের জনসংখ্যা সংকট আরও গভীর হচ্ছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে টানা চতুর্থ বছরের মতো দেশটির মোট জনসংখ্যা কমেছে। সোমবার প্রকাশিত পরিসংখ্যানে জানানো হয়েছে, ২০২৫ সালে চীনের মোট জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৪০ কোটি ৪০ লাখ, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৩০ লাখ কম। এই সংখ্যা শুধু একটি বার্ষিক হ্রাস নয়, বরং চীনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক দীর্ঘমেয়াদি জনসংখ্যার সঙ্কটের স্পষ্ট ইঙ্গিত। সবচেয়ে উদ্বেগজনক চিত্র উঠে এসেছে জন্মসংখ্যা ও জন্মহারের পরিসংখ্যানে। ২০২৫ সালে চীনে জন্মেছে মাত্র ৭৯ লাখ ২০ হাজার শিশু, যা আগের বছরের তুলনায় ১৬ লাখ ২০ হাজার কম যা প্রায় ১৭ শতাংশ পতন। ২০২৪ সালে জন্ম সংখ্যায় যে সামান্য বৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল, তা যে স্থায়ী কোনও লক্ষণ ছিল না, তা এবার পরিষ্কার হয়ে গেল। এর আগে ২০১৭ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত টানা সাত বছর জন্মসংখ্যা ক্রমাগত কমেছিল। জন্মহারের হিসাবে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ ২০২৫ সালে জন্মহার নেমে এসেছে প্রতি হাজারে মাত্র ৫.৬৩ জনে, যা চীনের ইতিহাসে সর্বনিম্ন। এই পতন ঘটছে এমন এক সময়ে, যখন চীন এক দশকেরও বেশি আগে তার কঠোর এক-সন্তান নীতি থেকে সরে এসেছে। ২০১৫ সালে দুই সন্তানের অনুমতি এবং ২০২১ সালে তিন সন্তানের নীতি চালু করা হয়েছিল মূলত দ্রুত বার্ধক্যজনিত সমাজ, কমতে থাকা শ্রমশক্তি এবং ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক চাপ মোকাবিলার জন্য। কিন্তু নীতিগত নমনীয়তা বাস্তবে প্রত্যাশিত ফল দিতে পারেনি। বহু পরিবারই একাধিক সন্তান নিতে অনাগ্রহী রয়ে গেছে। পরিবারগুলোর এই অনীহার পেছনে রয়েছে গভীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ। সন্তান বড় করার ক্রমবর্ধমান ব্যয়, শিক্ষা ব্যবস্থায় তীব্র প্রতিযোগিতা, চাকরির অনিশ্চয়তা এবং দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক মন্দা, সব মিলিয়ে তরুণ দম্পতিদের ওপর চাপ বেড়েছে বহুগুণ। অনেকের কাছেই সন্তান নেওয়া এখন আর ব্যক্তিগত আনন্দের বিষয় নয়, বরং আর্থিক ও মানসিক ঝুঁকির সমার্থক। সরকার জন্মহার বাড়াতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। চলতি বছরের জুলাইয়ে ঘোষণা করা হয়েছে, প্রতি সন্তানের জন্য পরিবারগুলোকে ৩,৬০০ ইউয়ান করে নগদ ভর্তুকি দেওয়া হবে। পাশাপাশি, কিন্ডারগার্টেন, ডে-কেয়ার পরিষেবা এবং এমনকি ম্যাচমেকিং পরিষেবাকেও করছাড়ের আওতায় আনা হয়েছে, যাতে বিয়ে ও সন্তান নেওয়ার প্রবণতা বাড়ে। তবে একই সঙ্গে বিতর্ক তৈরি হয়েছে গর্ভনিরোধক সামগ্রী নিয়ে। ২০২৫ সাল থেকে কন্ডোম এবং বিভিন্ন গর্ভনিরোধক পণ্যকে ভ্যাট-মুক্ত তালিকা থেকে বাদ দিয়ে ১৩ শতাংশ কর আরোপ করা হয়েছে, যা অনেকের মতে নীতিগতভাবে পরস্পরবিরোধী সংকেত দিচ্ছে। চীন নিয়মিতভাবে মোট উর্বরতা হার প্রকাশ করে না। সরকার সর্বশেষ ২০২০ সালে এই হার ১.৩ বলে জানিয়েছিল। কিন্তু জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বর্তমানে এটি সম্ভবত ১-এর কাছাকাছি বা তারও নিচে নেমে গেছে, যেখানে জনসংখ্যা স্থিতিশীল রাখতে প্রয়োজন ২.১। এই বাস্তবতা চীনের ভবিষ্যৎ শ্রমবাজার ও সামাজিক কাঠামোর জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠছে। এই জনমিতিক পরিবর্তনের প্রভাব ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিফলিত হয়েছে।

৮ ফুট ২ ইঞ্চি!

তবুও জুটছে না প্রেমিকা

নয়া জামানা ডেক্স ঃ কাগজে-কলমে তিনি তুরস্কের এক প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারণ কৃষক। স্বপ্নও খুব সাধারণ, একটি সংসার, একজন স্ত্রী ও দু'টি সন্তান। কিন্তু বাস্তবে সুলতান কোসেন সেই মানুষ, যাঁকে গোটা বিশ্ব চেনে পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা জীবিত মানুষ হিসেবে। তাঁর উচ্চতা ৮ ফুট ২.৮২ ইঞ্চি। ইতিহাসের সপ্তম সর্বোচ্চ উচ্চতার মানুষ হয়েও আজ তিনি সবচেয়ে বেশি যেটার খোঁজে, তা হলো ভালোবাসা।১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্কের ঐতিহাসিক শহর মারদিনে সুলতানের জন্ম। জাতিতে কুর্দি হলেও তাঁর পরিবারে কেউই অস্বাভাবিক উচ্চতার ছিলেন না। মা-বাবা ও চার ভাইবোন সকলেই গড়পড়তা উচ্চতার মানুষ। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এর তথ্য অনুযায়ী, ১০ বছর বয়স পর্যন্ত সুলতান ছিলেন একেবারেই স্বাভাবিক। এরপর হঠাৎ করেই শুরু হয় অস্বাভাবিক শারীরিক বৃদ্ধি, যার পেছনে ছিল পিটুইটারি জায়ান্টিজম নামে এক বিরল হরমোনজনিত রোগ। এই অস্বাভাবিক উচ্চতাই ধীরে ধীরে তাঁর স্বাভাবিক জীবনকে কঠিন করে তোলে। পড়াশোনা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। পরিবারের আর্থিক টানাপোড়েনে তাঁকে কৃষিকাজে নামতে হয়। প্রিয় খেলা বাস্কেটবলও খেলতে পারেননি, স্থানীয় ক্লাব কর্তৃপক্ষ মনে করেছিল, তিনি খেলাটির জন্যই অতিরিক্ত লম্বা। আট ফুটের বেশি উচ্চতার মানুষের কাছে দৈনন্দিন জীবন সহজ নয়। জামাকাপড় বা জুতো পাওয়া প্রায় অসম্ভব। সাধারণ গাড়িতে উঠতে সমস্যা হয়। চেয়ার, সোফা বা বেঞ্চ, সবই তাঁর লম্বা পায়ের জন্য ছোট ও অস্বস্তিকর। নিউইয়র্কের পরিচিত হলুদ ট্যাক্সির পাশেও তাঁকে দাঁড় করালে বোঝা যায়, কতটা ছোট হয়ে যায় পৃথিবী তাঁর সামনে। দিনের শেষে গা এলিয়ে দেওয়ার মতো সাধারণ আরামও তাঁর কাছে বিলাস। অতিরিক্ত গ্রোথ হরমোনের কারণে তাঁর শরীরে তৈরি হয় পিটুইটারি টিউমার, যা চিকিৎসা না হলে মারাত্মক পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারত। ২০১০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল স্কুলে গামা নাইফ সার্জারির মাধ্যমে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়। ২০১২ সালে চিকিৎসকেরা জানান, চিকিৎসা সফল হয়েছে এবং সুলতানের বৃদ্ধি থেমে গেছে। এর আগেই অবশ্য তিনি একাধিক গিনেস রেকর্ড গড়েছেন। পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা জীবিত মানুষ হওয়ার পাশাপাশি তাঁর হাত বিশ্বের সবচেয়ে বড়- ১১.২২ ইঞ্চি, এবং পায়ের মাপ ১৪ ইঞ্চি, যা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম। এই অনন্য শারীরিক গঠন তাঁকে আন্তর্জাতিক পরিচিতি এনে দিয়েছে। তুরস্ক সরকার তাঁকে দেশের সাংস্কৃতিক দূত হিসেবে নিযুক্ত করেছে। পর্যটন প্রচারের কাজে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন এবং ইতিমধ্যেই সফর করেছেন বিশ্বের ১২৭টি দেশে।মানুষ আমাকে দেখলেই ছবি তুলতে চায়, বলেছেন সুলতান। আমি খুশি যে দেশের জন্য কিছু করতে পারছি।তবু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একা। ২০২১ সালে তাঁর প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়। ভাষাগত দূরত্ব ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাবই ছিল সম্পর্ক ভাঙার অন্যতম কারণ। এরপর নতুন জীবনসঙ্গী খুঁজতে ২০২২ সালে তিনি তুরস্ক ছেড়ে রাশিয়ায় যান। সেখানেই তিনি বলেছিলেন, রুশ মহিলারা ভদ্র ও ভালোবাসায় বিশ্বস্ত এই বিশ্বাস থেকেই তাঁর আশা ছিল।এক বছরের চেষ্টা সত্ত্বেও সেই খোঁজ সফল হয়নি। আর্থিক নিরাপত্তা, বিশ্বজোড়া পরিচিতি সব কিছু থাকা সত্ত্বেও ভালোবাসা ধরা দেয়নি। শেষ পর্যন্ত তিনি জানান, এবার তাঁর খোঁজের গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা এক এমন জায়গা, যা অদ্ভুত ও ব্যতিক্রমী মানুষের জন্য পরিচিত।বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা মানুষ হয়েও সুলতান কোসেনের চাওয়া খুব সাধারণ। তিনি চান এমন একজন মানুষ, যিনি তাঁকে রেকর্ড বা বিস্ময় হিসেবে নয়, একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই ভালোবাসবেন।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 1/20/2026 3:25 PM Page 4

সার হেয়ারিং প্রক্রিয়া সহজ করার দাবি

জাকির হোসেনের নেতৃত্বে বিডিও ও এসডিও-কে ডেপুটেশন

কমল মজুমদার,নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ সার সংক্রান্ত হেয়ারিং প্রক্রিয়া আরও সহজ ও জনবান্ধব করার দাবিতে এদিন রঘুনাথগঞ্জের বিডিও ,এসডিও অফিসে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও ডেপুটেশনে মিলিত হলেন একাধিক জনপ্রতিনিধি ও শাসক দলের নেতৃত্ব।এই ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন জঙ্গিপুরের বিধায়ক জাকির হোসেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রঘুনাথগঞ্জ এক নম্বর ব্লক সভাপতি গৌতম ঘোষ, রঘুনাথগঞ্জ ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মানোয়ারা খাতুন, জরুল অঞ্চলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ইয়াকুব আলী সহ আরও একাধিক জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় নেতৃত্ব।এদিনের এই বৈঠকে প্রতিনিধিরা প্রশাসনের কাছে স্পষ্টভাবে দাবি জানান যে, সার সংক্রান্ত হেয়ারিং প্রক্রিয়া বর্তমানে সাধারণ মানুষের কাছে জটিল হয়ে উঠেছে।

বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ, বয়স্ক নাগরিক ও আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির মানুষ নানান কাগজপত্র ও নিয়ম-কানুনের জটিলতার কারণে সমস্যায় পড়ছেন। সেই কারণে হেয়ারিং প্রক্রিয়াকে আরও সহজ, স্বচ্ছ ও মানবিক করার প্রয়োজন রয়েছে। বিধায়ক জাকির হোসেন বলেন, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছে। কিন্তু মাঠপর্যায়ে কিছু প্রশাসনিক জটিলতার কারণে মানুষ সমস্যায় পড়ছেন। আমরা চাই, কোনও মানুষ যেন অযথা হয়রানির শিকার না হন। সেই কারণেই আমরা আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।ব্লক সভাপতি গৌতম ঘোষ ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মানোয়ারা খাতুনও জানান, সার হেয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় স্তরে সহায়তা কেন্দ্র, পরিষ্কার নির্দেশিকা ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি জরুরি। এতে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন এবং প্রশাসনের কাজও আরও সুচারু ভাবে সম্পন্ন হবে।জরুল অঞ্চলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ইয়াকুব আলী বলেন, গ্রামের বহু মানুষ হেয়ারিংয়ের বিষয়টি ঠিকভাবে বুঝতে পারছেন না। আমরা চাই প্রশাসন আরও সহযোগিতামূলক ভূমিকা নিক।বিডিও ও এসডিও অফিসের আধিকারিকরা প্রতিনিধিদের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি তাঁরা জানান, যতটা সম্ভব মানুষের সমস্যা লাঘব করার চেষ্টা করা হবে। সব মিলিয়ে, এদিনের এই ডেপুটেশন রঘুনাথগঞ্জ এলাকায় সার হেয়ারিং সংক্রান্ত জটিলতা দূর করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহল।

বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে

বাঘ সুমারি শুরু করল বনদপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ রবিবার ১৯ জানুয়ারি থেকে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে বাঘ সুমারির কাজ শুরু করেন বনদপ্তর-এর কর্মীরা। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গোটা ভারত জুড়ে বিভিন্ন জঙ্গলে প্রতি চার বছর অন্তর এই সুমারি হয়। গত ২০২১-২২ সালে সর্বশেষ বাঘ সুমারি হয়েছিল। চার বছর পর ফের জঙ্গলে বাঘেদের সংখ্যা গণনা করতে আবার সুমারি শুরু করা হল। ছয় দিন ধরে এই সুমারি চলবে। এই কাজে ২০০ জন বনকর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছে। বনকর্মীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলের ৮০টি জায়গায় সুমারির কাজ চালাবেন। ইতিমধ্যে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে ২৫০টি ট্র্যাপ ক্যামেরা বসিয়েছে বনদপ্তর। ক্যামেরায় ধরা পড়া ছবি বিশ্লেষণ করে বাঘের সংখ্যা গণনা করা হবে। পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবন ও উত্তরবঙ্গে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের বাসস্থান আছে। ১৯৮৩ সালে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলকে ১৫তম বাঘ সংরক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সেই সময় থেকে বক্সা'র জঙ্গলে বাঘ সংরক্ষণের কাজ চলতে থাকে। ১৯৯৭ সালে এই জঙ্গলকে ন্যাশনাল পার্ক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। একাধিকবার বক্সার জঙ্গলে বাঘের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। গত ১৫ জানুয়ারি ট্র্যাপ ক্যামেরায় বাঘের দর্শন পাওয়া যায়। যা ঘিরে উচ্ছ্বসিত বন কর্তারা। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের উপক্ষেত্র আধিকারিক ভাস্কর শর্মা জানান, '২০২১ সালের ডিসেম্বর এবং ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে শেষবার বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে বাঘের উপস্থিতির প্রমাণ মিলেছিল। জঙ্গলে বাঘের উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে আমরা ট্র্যাপ ক্যামেরা বসিয়েছিলাম। দুই বছর পর সেই ক্যামেরাতেই তার উপস্থিতি ধরা পড়ে। আমার আশাবাদী জঙ্গলে আরও বাঘের উপস্থিতির প্রমাণ আমরা পাব।

দুর্গাপুরে ভোটার তালিকা নিয়ে রণক্ষেত্র এসডিও অফিস

আটক বিজেপি বিধায়ক

সীতারাম মুখার্জী , নয়া জামানা,দুর্গাপুর ঃ ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া বা 'ফর্ম ৭' জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল দুর্গাপুর মহকুমা শাসক দপ্তর। এদিন তৃণমূল, বিজেপি এবং সিপিএম তিন পক্ষের পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ ও সংঘর্ষে দিনভর উত্তপ্ত থাকল ইস্পাত নগরী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুইসহ বেশ কয়েকজন নেতাকর্মীকে আটক করেছে।মূল উত্তেজনার শুরু বিজেপি কর্মীদের 'ফর্ম ৭' জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি অবৈধভাবে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে বিজেপির দাবি, তাদের কর্মীরা শান্তিপূর্ণভাবে ফর্ম জমা দিতে এলে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা লাঠি নিয়ে হামলা চালায়। বিজেপি জেলা নেতা অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, ক্ষুব্ধতৃণমূল আমাদের কর্মীদের মারধর করেছে। পাল্টাপাল্টি অভিযোগে পঙ্কজ রায় সরকার জানান, বিজেপি চক্রান্ত করছিল বলেই তারা বাধা দিয়েছেন, মারধর করা হয়নি।হামলার প্রতিবাদে বিজেপি কর্মীরা দুর্গাপুরে রাস্তা অবরোধ করেন। পুলিশ অবরোধ তুলতে গেলে ব্যাপক ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় পুলিশ বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুইকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।একই দিনে মহকুমা শাসক দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে শামিল হয় সিপিএম-ও। বাম নেতৃত্বের দাবি, নির্বাচন কমিশন বিজেপির মদতে এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংখ্যালঘু ও সাধারণ মানুষের নাম কাটার চক্রান্ত করছে। তাদের হুঁশিয়ারি, চূড়ান্ত তালিকায় একজন বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলেও বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে।তৃণমূল এবং বাম উভয় পক্ষই নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। শাসক দলের মতে, কমিশন বিজেপির হয়ে কাজ করছে। সব মিলিয়ে ভোটার তালিকা সংশোধনকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে চরম বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনা বজায় থাকে।

দাম বাড়তেই বিক্রি কমল মদের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ দাম বাড়তেই কমল মদ বিক্রি। খোদ আবগারি দপ্তর এই তথ্য দিচ্ছে। গত ডিসেম্বরেই মদের দাম বেড়েছে রাজ্যে। তবে বিয়ারের দাম বাড়েনি। আর দেড় মাস পর আবগারি দপ্তর জানাচ্ছে, ২০ শতাংশের বেশি পরিমাণ মদের বিক্রি কমে গেছে বাংলা জুড়ে। প্রসঙ্গত, নভেম্বর মাসে আবগারি দপ্তর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছিল যে, ৭৫০ মিলিলিটার বিদেশি মদের বোতলে ৩০ থেকে ৪০ টাকা পর্যন্ত দাম বাড়বে। পাশাপাশি, ১৮০ মিলিলিটারের ক্ষেত্রে বোতল প্রতি ১০ টাকা দাম বৃদ্ধি করা হবে। দেশি এবং অন্য লাইসেন্সওয়ালা মদের ক্ষেত্রেও ধাপে ধাপে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে বিয়ারের দাম বাড়ানো হয়নি। আবগারি দপ্তর সূত্রে খবর, নভেম্বর মাসের তুলনায় ডিসেম্বরে মদ বিক্রির পরিমাণ ২০ শতাংশের বেশি কমে গিয়েছে। অথচ ডিসেম্বর পার্টি মাস্থ। এই মাসে মদ সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়। কিন্তু দাম বাড়ায় ডিসেম্বরেই দেখা গেল মন্দা। এটা ঘটনা, ডিসেম্বর মাসে বিয়ার ছাড়া দেশি এবং বিদেশি সব ধরনের মদের দাম বাড়িয়েছিল আবগারি দপ্তর। সেই ডিসেম্বর মাসেই রাজ্য জুড়ে দেশি মদ বিক্রি হয়েছে, ৪৮,২৩,৭,০৩১ বোতল। যা গত নভেম্বর মাসের বিক্রির তুলনায় প্রায় ২৫ শতাংশ কম। নভেম্বর মাসে ১,২০,৫৯,২৫৭ বোতল মদ বেশি বিক্রি হয়েছিল। এটা যদি বাস্তব হয়, আবার অনেক মদের দোকানদার দাম বাড়ার আগেই পুরনো দামের লেভেলের উপর নতুন দামের লেভেল মেরে বিক্রি করেছে। যা আবগারি দপ্তরের নজরে এসেছে। এটা যে বেআইনি তা স্বীকারও করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটাও ঘটনা দাম বাড়ায় মদের বিক্রি কিন্তু কমেছে। যদিও তাতে চিন্তিত নয় আবগারি দপ্তর। কারণ, তাদের আশা, এই দাম বাড়ার ফলে ২০২৫,২৬ অর্থবর্ষে প্রায় ৪,০০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ করা যাবে। জানুয়ারি মাসের হিসেব এখনও দেয়নি আবগারি দপ্তর। সেটা প্রকাশ্যে এলেই সবটা স্পষ্ট হবে।

সংবাদ নয়া জামানা সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা ও মহকুমা থেকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৮৯২৭৭৮৮১০৪

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 1/20/2026 3:25 PM Page 5

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয় করে তুলেছে বিশ্বের এই সমস্ত দেশকে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ দৃষ্টিনন্দন সমুদ্রতট, পাহাড়ি উপত্যকা থেকে রঙিন সব গ্রাম বা প্রাচীন নগরী;নানা কারণে একটি দেশ ছবির মতো সুন্দর হয়ে ওঠে। নিজের চোখে সেই সৌন্দর্য দেখতে ভ্রমণপিপাসু মানুষ সেসব দেশে ভ্রমণে যান।

নিজের চোখে না দেখলে, নিজের পায়ে ঘুরে না বেড়ালে কারও পক্ষে কোন দেশ কত সুন্দর, তা নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব। কোনো দেশে বেড়াতে গিয়ে চোখ জুড়ানো কোনো দৃশ্য দেখে যদি পর্যটকদের মনে প্রশ্ন জাগে, যা দেখছি, তা কী সত্যি? তবেই না বেড়ানোর সার্থকতা।এসব দেশ থেকে ফিরে যাওয়ার পরও পর্যটকদের মনে অনেক দিন সেদেশ ভ্রমণের রেশ থেকে যায়। তাঁরা বারবার সেখানে ফিরে যেত চান। পর্যটকদের চোখে সবচেয়ে সুন্দর ১০টি দেশ নিয়ে আজকের আয়োজন। ট্রাভেলবিঞ্জার ডটকম এই তালিকা প্রস্তুত করেছে।

১

নিউজিল্যান্ডের গ্লো ওয়ার্ম কেভ

সুপরিচিত ট্রাভেল কোম্পানি 'রাফ গাইডসের' ২০২৪ সালের জরিপ অনুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর দেশের তালিকায় এক নম্বরে জায়গা করে নিয়েছে নিউজিল্যান্ড। ভূপ্রাকৃতিক দৃশ্য, স্থাপত্য, সংস্কৃতি ও মানুষ বিবেচনায় ধরে এই জরিপ পরিচালিত হয়েছে। জরিপে অংশ নেওয়া পাঠকেরা নিউজিল্যান্ডের অসাধারণ ভূপ্রাকৃতিক দৃশ্য, তুষারে ঢাকা দুর্গম পর্বতশৃঙ্গ, সোনালি সৈকতের প্রশংসা করেছেন। নিউজিল্যান্ডের প্রধান দুই দ্বীপের একটি সাউথ আইল্যান্ডে রয়েছে হিমবাহ সৃষ্ট উপসাগর, আলপাইন হ্রদ। নর্থ আইল্যান্ডে রয়েছে গ্লো-ওয়ার্ম কেভস (এসব গুহার ভেতর জোনাকির মতো নীলচে আলো জ্বালা একধরনের পোকা থাকে, গুহার অন্ধকারে সেগুলো নীলচে আলোয় ঝলমল করে), আগ্নেয়গিরি পার্ক এবং মাওরি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ। এসব কারণেই পরিচালক পিটার জ্যাকসন তাঁর 'লর্ড অব দ্য রিংস' সিনেমার পটভূমি হিসেবে নিউজিল্যান্ডকে বেছে নেনঋ

২

গ্রিসের প্রাচীন স্থাপনা পর্যটকদের মুগ্ধ করে

ভ্রমণবিষয়ক নানা সমীক্ষায় সবচেয়ে সুন্দর দেশগুলোর তালিকায় বরাবরই গ্রিসের নাম থাকে। গ্রিসের দুর্গম পাহাড়, শান্ত হ্রদ এবং আঁকাবাঁকা নদীপ্রবাহ প্রকৃতি ও শান্তিপ্রিয় পরিবেশে ভ্রমণপ্রেমীদের মন কাড়ে। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর দেশটিতে খুব একটা বৃষ্টি হয় না, গড় তাপমাত্রা ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দেশটি প্রায় সারা বছর রৌদ্রোজ্জ্বল থাকে।

গ্রিসে অনেক সৈকত রয়েছে।সেগুলোয় সাদা, কালো, গোলাপি, লালসহ বিচিত্র রঙের বালু দেখতে পাওয়া যায়। ভূমধ্যসাগরের নীল জলঘেরা দেশটির পাথুরে গঠন ও পাহাড়গুলোও দারুণ আকর্ষণীয়। স্যান্টোরিনি দ্বীপের ঐতিহ্যবাহী সাদা-নীল বাড়ির ওপর ছড়িয়ে পড়া সূর্যের সোনালি আভা সত্যিই মনোমুগ্ধকর। আইকনিক নীল গম্বুজ, প্রাচীন মন্দির ও এথেন্সের ধ্বংসাবশেষ দেখতেও প্রতিবছর লাখ লাখ পর্যটক গ্রিসে আসেন।

৩

পিসার হেলানো টাওয়ার

অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় ইতালিতে ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষিত স্থানের সংখ্যা বেশি। ইউরোপের দেশটির প্রতিটি শহর যেন কিছু না কিছু অনন্য ও মনোমুগ্ধকর উপহার নিয়ে বসে আছে।এখানে রোমের কোলোসিয়াম ও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, পিসার হেলানো টাওয়ার, ফ্লোরেন্সের ক্যাথেড্রাল বা রঙিন গন্ডোলাভরা ভেনিসের খালগুলোয় ঘুরে বেড়ানো যে কাউকে দেবে রোমাঞ্চকর এক অভিজ্ঞতা। ইতালির প্রাকৃতিক দৃশ্যও মনোমুগ্ধকর।

৪

জাপানে চেরির স্নিগ্ধ সৌন্দর্য

এশিয়ার দেশ জাপান প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। শিজুওকাওয়ার দিগন্তরেখা দখ ল করে থাকা ফুজি পর্বতমালা থেকে শুরু করে সাকুরা (ফুলভর্তি চেরিগাছ) উৎসব; সবই আপনাকে সৌন্দর্য আর পবিত্রতার অনুভূতি দেবে।

শরতে কায়ো মৌসুমে জাপানের উদ্যানগুলো লালচে সোনালি রং ধারণ করে। বসন্তে চেরি ফোটার মৌসুমে সারি সারি চেরিগাছ ফুলে ফুলে ভরে যায়। এ ছাড়া আছে নারার হরিণ পার্ক আর জাপানি আল্পস। সুন্দর দেশের যেকোনো তালিকায় তাই জাপানের অবস্থান প্রায় পাকা।

৫

সুইজারল্যান্ডের গ্রামগুলো এমন ছবির মতো সুন্দর

সুইজারল্যান্ডে আয়নার মতো স্বচ্ছ পানির হ্রদের ধার ঘেঁষে ছোট ছোট গ্রাম যেন ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে উঠে এসেছে। এখানে ইউনেসকো ঘোষিত ১৩টি ঐতিহ্যবাহী স্থান রয়েছে।ইউরোপীয় দেশগুলোর মতো সুইজারল্যান্ডেও আল্পস পর্বতমালার একটি অংশ রয়েছে। স্কি ও হাইকিংয়ের জন্য যা দারুণ জনপ্রিয়।

৬

নরওয়েতে তীব্র শীতের রাতগুলোয় আকাশে প্রাকৃতিক আলোর এমন নৃত্য দেখা যায়

অনন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ নরওয়ে। বিখ্যাত সব সমুদ্র খাঁড়ি আর আশ্চর্য সুন্দর সব ঝরনা সারা বিশ্বের পর্যটকদের আকর্ষণ করে। তবে নরওয়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় এর নর্দার্ন লাইট বা উত্তরী আলোর কারণে। তীব্র শীতের রাতগুলোয় আকাশে প্রাকৃতিক আলোর এই নৃত্য দর্শনার্থীরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে উপভোগ করেন।নরওয়ের রাজধানী অসলো বন ও পানি দিয়ে ঘেরা। তাই সেখানে মূল শহর থেকে খুব একটা দূরে না গিয়েই হাইকিং, স্কি, সাঁতার ও কায়াকিং করার সুযোগ মেলে। দেশটির 'গাইরানগারফিয়র্ড' বা গাইরানগার সমুদ্র খাঁড়ি ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ। গাইরানগারফিয়র্ডে আছে ঘন বন, পাহাড়ের উঁচু চূড়া আর ৮০০ ফুট উচ্চতার ঝরনা।

৭

ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপের একটি সৈকত

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাকৃতিক রত্নগুলোর একটি ইন্দোনেশিয়া। প্রায় সাড়ে ১৭ হাজার দ্বীপ নিয়ে গঠিত দেশটির বিখ্যাত দ্বীপ বালি। তবে বালি ছাড়াও এখানে আরও বহু দ্বীপ আপনাকে মুগ্ধ করবে। যেমন গোলাপি বালুকাবেলার দ্বীপ কোমোডো, খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘরের দ্বীপ সুম্বা, জাভা দ্বীপের ব্রোমো ও ইজেন আগ্নেয়গিরির ভোরের দৃশ্যের সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন।পশ্চিম পাপুয়ার উপকূলে অবস্থিত রাজা আমপাত দ্বীপপুঞ্জে রয়েছে জীববৈচিত্র্যপূর্ণ প্রবালপ্রাচীর ও 'ব্লু চ্যানেল'।

দ্বীপপুঞ্জটি স্কুবা ডাইভারদের জন্য স্বপ্নের গন্তব্য। আরেকটি দর্শনীয় স্থান হলো ফ্লোরেস। কম ভিড়ের এই দ্বীপে দেখতে পাওয়া যাবে খাড়া সবুজ পাহাড় আর সাদা বালুর সৈকত।শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়, ইন্দোনেশিয়ায় বন্য প্রাণী দেখতেও বহু পর্যটক ভিড় জমান। দেশটিতে বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্যগুলোয় প্রাকৃতিক আবাসে ওরাংওটাং, সামুদ্রিক কচ্ছপ ও কোমোডো ড্রাগন (বিশাল আকারের একধরনের গিরগিটি) দেখা যায়।

৮

কানাডার একটি হ্রদের পানিতে পাহাড়ের ছায়া পড়েছে

২০২৪ সালে ভ্রমণসংক্রান্ত নানা র ্যাঙ্কিংয়ে কানাডা ধারাবাহিকভাবেই সবচেয়ে সুন্দর দেশের তালিকায় ওপরের দিকে স্থান পেয়েছে। এর কারণ, দেশটির বৈচিত্র্যময় ভূপ্রকৃতি ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।কানাডা নিঃসন্দেহে উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে সুন্দর দেশ। আয়তনে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশটি সবুজ উপকূলরেখা এবং 'বে অব ফন্ডি' চূড়ার কারণে বিখ্যাত।কানাডায় রয়েছে ১ লাখ ২৫ হাজার ৫৬৬ মাইল দীর্ঘ উপকূলরেখা। আর কোনো দেশের এত দীর্ঘ উপকূলরেখা নেই। এ ছাড়া অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় এখানে বেশি হ্রদ রয়েছে। আর এর জাতীয় উদ্যানগুলো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সত্যিকারের নিদর্শন।

৯

আইসল্যান্ডের বরফে ঢাকা প্রান্তর

ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র আইসল্যান্ডের বুনো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে খুব কম দেশের তুলনা চলে। সক্রিয় আগ্নেয়গিরি, হিমবাহ, উষ্ণ প্রস্রবণ, বরফে ঢাকা প্রান্ত র ন্তর, উষ্ণ জলপ্রপাত, লাভা সুড়ঙ্গসহ অন্যান্য ভৌগোলিক বিস্ময়ের কারণে প্রায়ই আইসল্যান্ডকে 'অগ্নি ও বরফের দ্বীপ' নামে ডাকা হয়। উত্তর আটলান্টিকে অবস্থিত এই দেশ উত্তরী আলো দেখার জন্য পৃথিবীর সেরা স্থানগুলোর একটি।দেশটির পর্যটকপ্রিয় স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে স্কাফটাফেল বরফ গুহা, ডেটিফস জলপ্রপাত, হিমবাহ থেকে তৈরি জোকুলসার্লন লেগুন ও কালো রঙের বালুর রেইনিসফজারা সৈকত।

১০

ভারতের তাজমহল

দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভারত একদিকে যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূপ্রকৃতির অধিকারী, তেমনি দেশটিতে রয়েছে ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় বহু স্থাপনা।প্রাচীন শহর বারানসির নৈসর্গিক সূর্যাস্ত, তাজমহলের স্থাপত্যশৈলীর চমক, গোয়ার সৈকত আর কেরালার চিরহরিৎ ভূপ্রকৃতি ভারতকে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর দেশের একটিতে পরিণত করেছে।ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে চিরহরিৎ বন, উত্তরে অপূর্বসুন্দর হিমালয় আর রাজস্থানের প্রাণবন্ত মরুভূমি আপনাকে একনজরে সারা বিশ্বের ভূবৈচিত্র্য দেখে ফেলার অনুভূতি দেবে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।